Government of the People's Republic of Bangladesh
Prime Minister's Office
Governance Innovation Unit (GIU)

'Strengthening the Capacity of Public Administration for Achieving SDGs' (SCPA-SDG) Project

স্মারক নং- ০৩.০৩.২৬৯০.০৯৩.১৮.০০৩ (অংশ-৩).১৮- ৮৪ তারিখ- ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ বিজ্ঞপ্তি- ২০২১-২২ (১ম পর্যায়)

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উচ্চতর শিক্ষায় (পিএইচডি এবং মাস্টার্স) "প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ" প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের নাগরিকগণের নিকট থেকে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ও নির্দেশনাঃ

১) বাংলাদেশের নাগরিক যারা ইতিপূর্বে বিদেশে কোন মাস্টার্স বা পিএইচডি করেননি বর্ণিত ফেলোশিপের আওতায় তারা মাস্টার্স বা পিএইচডির জন্য আবেদন করতে পারবেন। সরকারি চাকুরিজীবীর ক্ষেত্রে যাদের চাকুরি স্থায়ী হয়েছে এবং চাকরিতে প্রবেশের পর বিদেশে কোন মাস্টার্স বা পিএইচডি করেননি শুধুমাত্র তারাই আবেদনের যোগ্য হবেন।

২) আবেদনকারীকে প্রত্যাশিত ডিগ্রীর জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নিঃশর্ত এডমিশন অফার (পূর্ণকালীন) [Unconditional offer letter (full time)] আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। উক্ত এডমিশন অফারে উল্লিখিত ভর্তির শেষ তারিখ ১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে হতে হবে। একাধিক অফার লেটারসহ আবেদন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। উল্লেখ্য যে, PGD leading to Masters (মাস্টার্সের ক্ষেত্রে) অথবা MPhil leading to PhD (পিএইচডি এর ক্ষেত্রে) এর অফার লেটার কোনক্রমেই বিবেচনা করা হবে না।

৩) The Times Higher Education World University Overall Rankings 2021 অনুযায়ী মাস্টার্স এর জন্য ১ থেকে ২০০ এবং পিএইচডি এর জন্য ১ থেকে ১০০ এর মধ্যে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অফার লেটার আনয়ন করতে হবে। আবেদনপত্র গ্রহণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত র‍্যাংকিং এর বাইরে অথবা অন্য কোন র‍্যাংকিং বিবেচনা করা হবে না।

৪) এ ফেলোশিপের আওতায় মাস্টার্সের জন্য সর্বোচ্চ ১৮ মাস এবং পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য সর্বোচ্চ ৪ বছরের ফেলোশিপ প্রদান করা হবে। ফেলোশিপের মেয়াদবৃদ্ধি সংক্রান্ত কোন আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

৫) আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর (valid) TOEFL iBT/IELTS (Academic)/ PTE Academic স্কোর থাকতে হবে। IELTS (Academic) এর Overall/ সর্বমোট স্কোর হতে হবে ন্যূনতম ৬.৫ (ছয় দশমিক পাঁচ), TOEFL iBT এর Overall/ সর্বমোট স্কোর হতে হবে ন্যূনতম ৮৮ (আটাশি) ও PTE Academic এর Overall/ সর্বমোট স্কোর হতে হবে ন্যূনতম ৫৯। উপর্যুক্ত স্কোর এর নিম্নে স্কোর প্রাপ্তগণ আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৬) আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখে আবেদনকারীর সর্বোচ্চ বয়সসীমা নিম্নরূপ হবেঃ

১. পিএইচডি - ৪৫ বছর
২. মাস্টার্স - ৪০ বছর

৭) পিএইচডি কোর্সের জন্য আবেদনকারীকে ন্যূনতম মাস্টার্স ডিগ্রীধারী এবং মাস্টার্স কোর্সের জন্য আবেদনকারীকে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হবে।

৮) ইতোমধ্যে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন এরূপ কোন প্রার্থী এ ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন না বা বিবেচিত হবেন না।

৯) কোন আবেদনকারীর বিদেশি কোন ডিগ্রি থাকলে উক্ত ডিগ্রির জন্য অবশ্যিকভাবে ইউজিসি কর্তৃক সমতা সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। অন্যথায় বিদেশি ডিগ্রি'র সার্টিফিকেট ফেলোশিপ মূল্যায়নের জন্য বিবেচিত হবে না।

১০) অন্য কোন সরকারি/বেসরকারি/আন্তর্জাতিক বৃত্তি/ফেলোশিপপ্রাপ্ত প্রার্থীগণ এই ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আংশিক বৃত্তি প্রাপ্তগণ আবেদন করতে পারবেন। তবে বৃত্তির তথ্য উল্লেখ পূর্বক সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্র আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে ফেলোশিপ নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১১) ফেলোশিপের ফলাফল ঘোষণার পর ফেলোদের অধ্যয়নের বিষয় পরিবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তন এবং দেশ পরিবর্তনের কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত/ মনোনীত প্রার্থীগণকে আবশ্যিকভাবে নির্ধারিত বিশ্ববিদ্যালয় ও নির্ধারিত সেশনে অংশগ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে, প্রার্থীর ব্যক্তিগত কোন কারণে নির্ধারিত কোর্সে, নির্ধারিত সেশনে অংশগ্রহণে ব্যর্থ হলে মনোনীত প্রার্থীর মনোনয়ন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। একইসাথে উক্ত প্রার্থী ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের আওতায় কোন কোর্সে আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

১২) ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তি কাঙ্ক্ষিত অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে ন্যূনতম ০২ বছর দেশে কর্মজীবন অতিবাহিত করবেন মর্মে দুই জন সাক্ষীর [সরকারি কর্মচারী (৫ম গ্রেড বা তার উর্ধ্বে) বা স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধির (সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ কাউন্সিলর, পৌরসভার মেয়র, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান)] স্বাক্ষরসহ বিধি মোতাবেক ৬০০ (ছয়শত) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে বন্ড প্রদান করবেন যে, তিনি অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরত না আসলে ফেলোশিপ বাবদ গৃহীত সমুদয় অর্থ সরকারকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। উল্লিখিত সাক্ষীগণও এই মর্মে পৃথক বন্ড দাখিল করবেন যে, সংশ্লিষ্ট ফেলো অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে ০২ বছর কর্মজীবন অতিবাহিত না করলে তারা যৌথভাবে ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা সরকারকে প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। উল্লেখ্য, ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তি অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরত না আসলে, প্রকল্প দপ্তর ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত অর্থ আদায়ের জন্য Public Demands Recovery Act 1913 বা অন্য কোন প্রযোজ্য আইনে মামলা করতে পারবে।

১৩) ফেলোশিপপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধ্যয়নকালীন অন্যকোন দেশে বা বাংলাদেশে ভ্রমণ/অবস্থান করার প্রয়োজন হলে তা পূর্বেই ফেলোশিপ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

১৪) তথ্য সংগ্রহ বা ইন্টার্ণশিপ বা অধ্যয়নজনিত অন্য যে কোন কারণে একজন মাস্টার্স ফেলো এককালীন বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ২ মাস এবং একজন পিএইচডি ফেলো এককালীন বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ৪ মাস অবস্থান করতে পারবেন। এর বেশি অবস্থান করলে তিনি স্থানীয় হারে জীবনধারণ ভাতা প্রাপ্ত হবেন। তবে ব্যক্তিগত কারণে একজন ফেলো দুই সপ্তাহের বেশী বাংলাদেশে অবস্থান করতে পারবেন না। ব্যক্তিগত কারণে একজন ফেলো দুই সপ্তাহের বেশী বাংলাদেশে অবস্থান করলে সংশ্লিষ্ট ফেলো অতিরিক্ত সময়ে স্থানীয় হারে জীবনধারণ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

১৫) আবেদনকারী সরকারি কর্মকর্তা হলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইন সাবমিশনের পূর্বে ফরমের রেকমেন্ডেশন ও ফরওয়ার্ডিং এর জন্য নির্ধারিত স্থানে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সুপারিশ সম্বলিত স্বাক্ষর থাকলেই নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করা হয়েছে মর্মে বিবেচিত হবে।

১৬) এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক এরূপ কোন বিষয়ে অধ্যয়নের আবেদনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

১৭) প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ গ্রহণকারী কোন ফেলো বা সরকারি কর্মকর্তা অধ্যয়নকালীন কোন দেশে নিজে বা স্পাউসের মাধ্যমে PR(Permanent residentship) বা গ্রীনকার্ড বা নাগরিকত্বের আবেদন করতে অথবা PR / গ্রীনকার্ড বা নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারবেন না। এরূপ কেহ করলে তার ফেলোশিপ তৎক্ষণাত বাতিল করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।

১৮) ইতোমধ্যে বিদেশে স্থায়ী বসবাসের জন্য নিজ বা স্পাউস অথবা পিতা মাতার মাধ্যমে আবেদন করেছেন বা অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছেন এরূপ ব্যক্তিগণ ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না।

১৯) এছাড়াও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আদেশ/ পরিপত্র/ নীতিমালার শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

২০) ফেলোশিপের আওতায় স্পন্সরকৃত অর্থের সর্বোচ্চ সীমাঃ

চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীর কাঙ্ক্ষিত কোর্স সম্পন্ন করতে যে পরিমাণ অর্থই প্রয়োজন হোক না কেন, ফেলোশিপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় অর্থের সর্বমোট পরিমাণ মাস্টার্স কোর্সের ক্ষেত্রে ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা এবং পিএইচডি কোর্সের ক্ষেত্রে ২ (দুই) কোটি টাকার অধিক হবেনা। তবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীর বিশ্ববিদ্যালয়/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর র‌্যাঙ্কিং The Times Higher Education World University Overall Rankings 2021 অনুযায়ী ১ থেকে ৩০ এর মধ্যে হলে তাঁর অনুকূলে অর্থের পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে উর্দ্ধসীমার সর্বোচ্চ ১০% অর্থ অতিরিক্ত মঞ্জুর করা যেতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অর্থের পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে মাস্টার্স কোর্সের উর্দ্ধসীমা ৬৬ (ছেষট্টি) লক্ষ টাকা এবং পিএইচডি কোর্সের উর্দ্ধসীমা ২২০ লক্ষ বা দুই কোটি বিশ লক্ষ টাকা হতে পারে।

২১) প্রকল্প দপ্তর, স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে ফেলোশিপ সংক্রান্ত বা অধ্যয়ন শেষে ফেলোগণের দেশে ফেরা সংক্রান্ত বিষয়ে এবং প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অন্যান্য যেকোন বিষয়ে যেকোন নতুন শর্ত সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবে।

২২) আবেদনে কোন অসম্পূর্ণ/ মিথ্যা তথ্য বা যে কোন ধরনের জালিয়াতি ফেলো নির্বাচন বা ফেলোশিপ এর যে কোন পর্যায়ে উদ্ঘাটিত হলে আবেদন/ ফেলোশিপ তাৎক্ষণিক বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।

২৩) <u>আবেদন পদ্ধতি:</u>

১. আবেদনকারীকে ফেলোশিপ এর ওয়েবসাইট **pmfellowship.pmo.gov.bd** এ প্রবেশ করে Eligibility Test এ অংশগ্রহণ করতে হবে। Eligibility Test এ উত্তীর্ণ আবেদনকারী ফেলোশিপের ওয়েবসাইটে নিজের একটি ই-মেইল একাউন্ট ও মোবাইল ফোন নম্বর ভেরিফাইড একাউন্ট খুলতে পারবেন। উক্ত একাউন্টের মাধ্যমে একজন আবেদনকারী তার আবেদন তৈরি এবং জমা প্রদান করতে পারবেন। আবেদন জমা/ সাবমিট করার পূর্ব পর্যন্ত একাধিকবার আবেদন সংশোধন করা যাবে। আবেদন জমা দেয়ার পর আবেদনকারী আবেদনের একটি আইডি নম্বরসহ (application ID) ই-মেইল ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নিশ্চয়তাসূচক (Confirmation) বার্তা পাবেন। আবেদনকারীকে আবেদন নম্বরটি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত আবেদন আইডি নম্বরটি আবেদনপত্র ট্র্যাকিং এবং ফেলোশিপ সংক্রান্ত পরবর্তী যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে।

২. অনলাইনে আবেদন জমাপ্রদান/সাবমিট এর পরে উক্ত আবেদনটির প্রিন্ট আউট নিতে হবে। এই প্রিন্ট আউটটি আবেদনের হার্ডকপি হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩. তিনটি Applicant Category এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে। বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাগণ "বিসিএস সরকারি কর্মকর্তা", অন্যান্য সকল সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তাগণ "নন বিসিএস